!! চিত্রনাট্য রূপায়ণ — সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে !!

সমাজ জীবনের দর্পন হল সাহিত্য। সাহিত্য শব্দটি এসেছে 'সহিত' শব্দের সঙ্গে 'ষ্ণ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে। সময়ের সঙ্গে যুগের সঙ্গে, কালের সঙ্গে, মানুষ ও জনমানসের সঙ্গে যার যোগ আছে, তা-ই সাহিত্য। অন্যদিকে সিনেমা বা চলচ্চিত্র হল জীবনের চলমান ছবি। গন্ধ ও স্পর্শ ছাড়া ছবির মাধ্যমে বাস্তবকে হুবহু প্রতিফলিত করতে সক্ষম যে মাধ্যম, তাই-ই হল সিনেমা বা চলচ্চিত্র। সাহিত্যে বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনাকে অনুভব করতে হয় আর সিনেমায় প্রযুক্তির সাহায্যে বাস্তবকে পর্দায় প্রতিফলিত করতে হয়। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গল্প বা উপন্যাস থেকে পৃথিবীর সব দেশের চলচ্চিত্র জগতে মহৎ সব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সাহিত্য থেকে কীভাবে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয় — এটিই আজকের আলোচনার উপজীব্য।

চলচ্চিত্র তৈরি করার জন্য যে ধরণের narratives বা কাহিনীর দরকার হয় তাকে এককথায় চিত্রনাট্য বলা হয়। চিত্রনাট্য হল চলচ্চিত্রের প্রাণ। চিত্রনাট্য তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা —

১. সাহিত্যে থাকে ভাব ও ভাষাগত ইমেজ।
২. চলচ্চিত্রে থাকে দৃশ্য ও শব্দগত ইমেজ।
৩. বিভিন্ন দৃশ্য, সঙ্গীত, অনুভবের চিত্রায়ণ করে সাহিত্যের ভাব ও আবেগকে রূপদান করা হয়।
৪. চিত্রনাট্যের দৃশ্যগুলি ছোট-বড়-শর্টের দ্বারা পরিচালক যুক্ত করেন।
৫. একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির জন্য ১২০/১২৫ পাতার বেশি বড় চিত্রনাট্য হয় না।
৬. চিত্রনাট্য সহজ-সরল ভাষায় লিখতে হবে।
৭. চিত্রনাট্যে কাহিনী, ট্রিটমেন্ট ও ডায়ালগ বিশদভাবে লিখতে হবে।
৮. চিত্রনাট্যে সিনেমা নির্মাণের সমস্ত উপকরণের প্রয়োগ যথাযথভাবে লিখতে হবে।
৯. সিকোয়েন্সের গঠন, নির্বাচন ও তাদের বিন্যাস করার কাজ চিত্রনাট্যে থাকতে হবে।
১০. চিত্রনাট্যে দৃশ্য বিন্যাসের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্যের অভিনেতা/অভিনেত্রীদের অভিনয় সম্পর্কিত প্রাথমিক নির্দেশও দেওয়া যেতে পারে।

একটি চিত্রনাট্যের নমুনা —

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র করার জন্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় যে চিত্রনাট্য বানিয়েছিলেন তার কিছুটা অংশ —

শর্ট-১ ঃ মেঘলা দিন। মেটো রাস্তা। লং শট। অপু চাদর গায়ে কেরোসিন আনতে যাচ্ছে।

শর্ট-২ ঃ মেঘলা দিন। ক্লোজ আপ। উনুনের উপর হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। হাঁড়িতে ফুটন্ত ফ্যান ফুলে উঠে প্রায় উপছে পড়ছে। টিল্ট আপ। সর্বজয়ার মুখ। ডানহাতে থুতনিটা ভর করে সে উবু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি উদাস। নিষ্পলক। ডিজলভ।

শর্ট-৩ ঃ হরিহরের ভিটের পিছনে বাঁশবন। দূর থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

শর্ট-৪ ঃ মেঘলা দিন। পাঁচিলের পাশে মিডশটে হরিহর থমকে দাঁড়ায়। একটা গাছ ভেঙে পাঁচিলের ওপরে পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে। হরিহর স্বগত, ইস্, আর কটা দিন সবুর সইল না। হরিহর ডালটা ডিঙ্গিয়ে আসে। ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে প্যান করে।।

বিষয়টির উপযোগিতা —

(ক) এই বিষয়টি শুনে ছাত্রছাত্রীরা সিনেমা বানানোর নেপথ্যে কী কী কাজ থাকে সে বিষয়ে অবহিত হবে।
(খ) ফোটোগ্রাফি বিষয় নিয়ে আগ্রহী হয়ে পরবর্ত্তী জীবনে এ বিষয়ে পড়াশুনা করতে পারে।
(গ) চিত্রনাট্য লেখার কৌশল অর্জন করে চিত্রনাট্যকার হিসাবে জীবিকা অর্জন করতে পারবে।
(ঘ) চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবেও নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে।
(ঙ) দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করে সুস্থ রুচি গড়ে উঠবে।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Baruipur, P.S.- Joynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372